হনুমান চালিশা

তুলসী দাস বিরচিত

দোহা

শ্রী রামের চরণ পদ্ম করিয়া স্মরণ।
চতুর্বর্গ ফল যাহে লভি অনুক্ষণ।।
বুদ্ধিহীন জনে ওহে পবন কুমার।
ঘুচাও মনের যত ক্লেশ ও বিকার।।

চৌপাঈ

জয় হনুমান জ্ঞান গুণের সাগর।
জয় হে কপীশ প্রভু কৃপার সাগর।।১
শ্রী রামের দুত অতলিত বলধাম।
অঞ্জনার পুত্র পবনসুত নাম।।২
মহাবীর বজরঙ্গি তুমি হনুমান।
কুমতি নাশিয়া করো সুমতি প্রদান।।৩
কাঞ্চন বরন তব তুমি হে সুবেশ।
কর্নেতে কুন্ডল শোভে কুঞ্চিত কেশ।।৪
হাতে বজ্র তব আর ধ্বজা বিরাজে।
সুন্দর গদাটি কাঁধে তোমার যে সাজে।।৫
অপরূপ বাহু পবন নন্দন।
মহাতেজ ও প্রতাপ জগত বন্দন।।৬
বিদ্যাবান গুণবান তুমি হে চতুর।
রামচন্দ্রের কার্যে তুমি হে আতুর।।৭
সর্বদা রামের আজ্ঞা করিতে পালন।
হৃদয়ে রাখ সদা রাম, সীতা ও লক্ষণ।।৮

সুক্ষরুপ ধরি তুমি লঙ্কা প্রবেশিলে।
ধরিয়া বিকট রুপ লঙ্কা দগ্ধ করিলে।।৯
ভীমরুপ ধরি তুমি অসুর সংহার।
শ্রীরামচন্দ্রের তুমি সর্ব কাজ করো।।১০
সঞ্জীবন আনী তুমি বাঁচালে লক্ষণ।
রঘুবীর হোন তাতে আনন্দিত মন।।১১
রঘুনাথ দিল তোমায় আলিঙ্গন দান।
কহিলেন তুমি ভাই ভরত সমান।।১২
সহস্র বদন তব গাবে যশ-খ্যাতি।
এ বলি আলিঙ্গন করেন শ্রীপতি।।১৩
সনকাদী ব্রহ্মাদী যাতক দেবগন।
নারদ-সারদ আদি দেব ঋষিগণ।।১৪
যম ও কুবের আদি দিকপাল গণে।
কবি ও কোবিদ যত আছে ত্রিভুবনে।।১৫
সুগ্রীবের উপকার তুমি যে করিলে।
রাম সহ মিলাইয়া রাজপদ দিলে।।১৬

তোমার মন্ত্রণা সব বিভীষণ মানিল।
লঙ্কেশ্বর ভয়ে সবে কম্পমান ছিল।।১৭
সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে সূর্যদেবে দেখে।
সুমধুর ফল বলি ধাইলে গ্রাসিতে।।১৮
জয়রাম বলি তুমি অসীম সাগর।
পার হয়ে প্রবেশিলে লংকার ভিতর।।১৯
দুর্গম যত কাজ আছে ত্রিভুবনে।
সুগম করিলে তুমি সব রামগানে।।২০
চিরদ্বারী আছো তুমি শ্রী রামের দ্বারে।
তব আজ্ঞা বিনা কেহ প্রবেশিকা পারে।।২১
শরন লইনু প্রভু আমি যে তোমারি।
তুমিই রক্ষক মোর আর কারে ডরি।।২২
নিজ তেজ নিজে তুমি করো সম্বরন।
তোমার হুংকারে দেখো কাঁপে ত্রিভুবন।।২৩
ভূত প্রেত পিশাচ কাছে আসিতে না পারে।
মহাবীর তব নামে যেইজন স্মরে।।২৪
রোগ নাশ করো আর সর্ব পীড়া হর।
মহাবীর নাম যেবা স্মরে নিরন্তর।।২৫
সংকটেতে হনুমান উদ্ধার করিবে।
তাহার চরণে যেবা মন-প্রাণ দিবে।।২৬
সর্বোপরি রামচন্দ্র তপস্বী ও রাজা।
শ্রী রামের অরিগণে তুমি দিলে সাজা।।২৭
তোমার চরণে যেবা মন-প্রাণ দিবে।
এই জীবনে সেইজন সদা সুখ পাবে।।২৮
প্রবল প্রতাপ তব হে বায়ু নন্দন।
চারযুগ উজ্জ্বল রহিবে ত্রিভুবন।।২৯

সাধু সন্ন্যাসীরে রক্ষা করো মতিমান।
শ্রী রামের প্রিয় তুমি অতি গুণবান।।৩০
অষ্টসিদ্ধি নবনিদ্ধি যাহা কিছু রয়।
সকলেই সিদ্ধ হয় তোমার কৃপায়।।৩১
রাম-রামায়ন আছে তব নিকটেই।
শ্রী রামের দাস হয়ে রয়েছো সদাই।।৩২
তোমার ভজন কইলে রামকে পাইবে।
জনমে জনমে তার দুঃখ ঘুঁচে যাবে।।৩৩
অন্তকালে পাবে সেই রামের চরণ।
এই সার কথা সব শুনে ভক্তগণ।।৩৪
সব ছাড়ি বল সবে জয় হনুমান।
হনুমন্ত তো সর্বসুখ করিবে প্রদান।।৩৫
সর্ব দুঃখ যাবে সংকট কাটিবে।
যেইজন হনুমন্ত স্মরণ করিবে।।৩৬
জয় জয় জয় হনুমান গোসাই।
তব কৃপা ভিন্ন আর কোন গতি নাই।।৩৭
যেইজন শতবার ইহা পাঠ করে।
সকল অশান্তি তার চলে যায় দূরে।।৩৮
হনুমান চালিশা যে করেন পঠন।
সর্ব কার্যে সিদ্ধি লাভ করে সেই জন।।৩৯
তুলসীদাস সর্বদাই শ্রীহরির দাস।
মনের মন্দিরে প্রভু কর সদা বাস।।৪০

দোহা

পবন নন্দন সংকট হরন মঙ্গল মূর্তি রূপ।
শ্রী রাম লক্ষণ জনপ্রিয় একজন তুমি হৃদয়ের ভূপ।।
পবন নন্দন প্রবল বিক্রম রাম আনুগত অতি।
চালিসা হেথায় সামাপন হয় পদে থাকে যেন মতি।।